মুক্তি পেলেন বিএনপি

মুক্তি পেয়ে হান্নান শাহ বলেছেন, বর্তমান সরকার একটি কৃত্রিম সরকার। জনগণের ভোটের অধিকার খর্ব করে সরকার বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না। তাই বর্তমান সরকারের কাছে দ্রুত একটি গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, সরকার একটি বিশেষ অভিসন্ধি নিয়েই ৫ জানুয়ারির নীলনকশার পাতানো নির্বাচন বাস্তবায়ন করার জন্য বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দিয়ে গ্রেফতার করে।

বুধবার সকাল পৌনে ১১টায় গাজীপুরের কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে কারা ফটকের সামনে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. হাছান উদ্দিন সরকার এমপি, জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) নেতা ব্রিগেডিয়ার কাজী মাহমুদ হাসান ও স্থানীয় নেতাকর্মীরা কারাগারের মূল ফটক থেকে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়।

রাজধানীর মতিঝিলে গত ৫ মে হেফাজত ইসলামের সভায় উস্কানিসহ ভাংচুর ও বিস্ফোরকদ্রব্যের অভিযোগে মতিঝিল থানায় তার বিরুদ্ধে দুটি ও হরতাল-অবরোধের ঘটনায় ভাংচুরসহ বিভিন্ন অভিযোগে একই থানায় আরও তিনটি মামলা এবং ভাটারা থানায় একটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে এর আগে তিনি আদালত থেকে ভাটারা থানার মামলায়

জামিন লাভ করেন। সর্বশেষ গত রোববার হাইকোর্ট থেকে মতিঝিল থানায় দায়ের করা ৫টি মামলার সবক'টিতেই বিএনপি নেতা আ.স.ম. হান্নান শাহ জামিন লাভ করেন। বিচারপতি বোরহান উদ্দিন ও বিচারপতি কেএম কামরুল কাদেরের বেঞ্চ বিভিন্ন মামলায় তাদের ছয় মাসের জামিন মঞ্জুর করেন। তার জামিনের কাগজ মঙ্গলবার রাতে কারাগারে পৌঁছলে তা যাচাই বাছাই শেষে বুধবার বেলা ১০টা ৫০ মিনিটের দিকে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। গুলশানে বিএনপি কার্যালয় থেকে ২৫ নভেম্বর রাতে গ্রেফতারের পর ২৮ নভেম্বর তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। সেখান থেকে পরদিন ২৯ নভেম্বর তাকে কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়।

এদিকে দীর্ঘদিন পর কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পান। এর আগে গত ৮ নভেম্বর রাতে খালেদা জিয়ার গুলশানের বাসভবনের সামনে থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।

অপরদিকে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন বুধবার বেলা পৌনে দুইটায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

মীর নাছিরের আইনজীবী আবদুস সাত্তার বলেন, নাছিরের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া তিনটি মামলার মধ্যে দুটি মামলায় তিনি নিম্ন আদালত থেকে জামিনে ছিলেন। চকবাজার থানার একটি বিস্ফোরক মামলায় উচ্চ আদালত থেকে কয়েক দিন আগে তিনি জামিন পান। পরে ওই জামিননামা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে উপস্থাপন করা হলে তাকে মুক্তির আদেশ দেন আদালত।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের উপকারাধ্যক্ষ মোহাম্মদ রফিকুল কাদের সাংবাদিকদের জানান, মীর নাছিরের বিরুদ্ধে হওয়া একটি বিস্ফোরক মামলায় আদালত থেকে জামিননামা এলে দুপুরে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

গত ২৮ নভেম্বর মীর নাছিরকে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে নগরের কোতোয়ালি, খুলশী ও চকবাজার থানার তিনটি মামলায় তাকে আদালতে পাঠানো হয়।

বিশ্বে প্রভাবশালী

নিশাত মজুমদার।

সন্ধ্যায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমনওয়েলথ রুমে তালিকা থেকে তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। একই তালিকায় ব্রিটিশ সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছেন এমন প্রভাবশালী ও প্রতিভাবান বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ১০০ জন ব্যক্তির তালিকাও প্রকাশ করা হয়।

এছাড়া প্রভাবশালী ব্রিটিশ বাংলাদেশি ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন সিমার্ক গ্রুপ ও এনআরবি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ, বিচারক ব্যারিস্টার স্বপ্নারা খাতুন, প্রথম বাংলাদেশি নির্বাহী মেয়র লুতফুর রহমান, থাইল্যান্ডে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আসিফ আনওয়ার আহমদ, আরবিএস ট্রেজারার প্রফেসর মুরাদ চৌধুরী প্রমুখ। এই তালিকা প্রকাশ করে বিবি পাওয়ার অ্যান্ড ইন্সপিরেশনের প্রতিষ্ঠানটি। ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্রভাবশালীদের নামের তালিকা ঘোষণা করেন ফরেন অফিস মিনিস্টার ব্যারোনাস সাইয়িদা ওয়ার্সি।

লন্ডনে সেইভ

হয়েছে।

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক নাগরিক সংগঠন সেইভ বাংলাদেশের উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের ঐতিহাসিক আলতাব আলী পার্কে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা মাওলানা নিজামীকে দশট্রাক অস্ত্র চোরাচালান মামলায় জড়ানোকে শতাব্দীর ঘৃণিত মিথ্যাচার উলেখ করে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অখন্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের এজেন্ডা বাস্ড়বায়নের জন্য সরকার আদালতকে ব্যবহার করে ফাঁসীর রায় প্রদান করেছে। বক্তারা বাংলাদেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন নয় উলেখ করে বলেন, প্রত্যেকটি ঘটনার সাথে জামায়াতে ইসলামী, বিরোধীদল ও মতের নেতা এবং সাধারণ মানুষকে জড়ানো সরকারের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বক্তারা মাওলানা নিজামীর জীবন নিয়ে খেলার পরিণাম শুভ হবে না হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে থাকা মাওলানা নিজামী জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সততার উদাহরণ হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর প্রতি অবিচার হলে দেশপ্রেমিক জনগণ ঘরে বসে থাকবে না।

বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও ইউসুফ আলীর পরিচালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জমিয়তে উলামা ইউরোপের আমীর আলামা মুফতি শাহ ছদর উদ্দিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন খেলাফত মজলিশ ইউকের আমীর অধ্যাপক আব্দুল কাদির সালেহ, বিশিষ্ট ইসলামী মাওলানা আব্দুল মুমিন চৌধুরী, মাওলানা আব্দুল হাই খান, জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আহ্বায়ক কমিটির মেম্বারশীপ সেক্রেটারী শাহ এম তফুর রহমান ছোটন, মাওলানা সৈয়দ জামাল আহমদ, সমাজসেবী আব্দাল আহমদ চৌধুরী, সাবেক ছাত্রনেতা আশরাফুল মাওলা পুটন প্রমুখ।

জমিয়তে উলামা ইউরোপের আমীর আলামা মুফতি শাহ ছদর উদ্দিন বলেন, দশট্রাক অস্ত্র চোরাচালানে মাওলানা নিজামী জড়িত ছিলেন একথা আওয়ামীলীগ ও তাদের দূসরগণ ছাড়া কেউ বিশ্বাস করে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং অখন্ডতার বিরুদ্ধে অবস্থানকারী ভারতীয় 'কথিত' বন্ধুদের খুশী করতে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে জড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, মাওলানা নিজামীর অপরাধ, যিনি জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত ইসলামী আন্দোলন করেছেন। দেশ বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ দেশের সীমান্ড় রক্ষা, জনগণের আশা আখাঙ্খার বাস্ড়বায়নে কাজ করেছেন। সে কারনে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী ভারতীয়দের পরামর্শে সরকার এ ফাঁসীর আদেশ প্রদান করেছে। তিনি হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, মাওলানা নিজামীর জীবন নিয়ে কাউকে তামাশা করতে দেয়া হবে না। তিনি অবিলম্বে তার মুক্তির দাবী জানান।

খেলাফত মজলিশ ইউকের আমীর অধ্যাপক আব্দুল কাদির সালেহ বলেন, আইন আদালতকে নিজেদের ইচ্ছেমত ব্যববহার করে নেতাদের জঘন্য সব মামলায় জড়িয়ে তাদের চরিত্র হননের অপচেষ্টা করছে। তিনি সরকারকে ষড়যন্ত্রের পথ পরিহার করে সুস্থ্য রাজনীতি করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অন্যথায় একদিন তাদেরও এই পরিণতি ভোগ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে সেইভ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার নজরুল দশ ট্রাক অস্ত্র মামলায় জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে ফাঁসীর দন্ড প্রদানকে সরকারের সুগভীর ষড়যন্ত্র উলেখ করে বলেন, পরিচ্ছন্ন রাজনীতি, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের পক্ষে কথা বলার অপরাধে ভারতীয় দালাল সরকার তার বিরুদ্ধে প্রহসনের এ রায় প্রদান করেছে। তিনি সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, মাওলানা নিজামীর জীবন নিয়ে তামাশা করে ফেলেছেন। অবিলম্বে মাওলানা নিজামীকে সম্মানের সাথে মুক্তি দিন, নয়তো পালানোর পথটুকুও থাকবে না।

অস্বাভাবিক সম্পদশালী

আহ্বান জানিয়েছে দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সেই সঙ্গে দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধিত) আইনের ৩২ (২) ও ৩২-ক ধারা বাতিলেরও দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

সোমবার এক বিবৃতিতে টিআইবির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বিগত সরকারের সাতজন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের অস্বাভাবিক সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের যে উদ্যোগ নিয়েছে, টিআইবি তাকে স্বাগত জানিয়েছে। একই সঙ্গে অন্য যাদের বিরুদ্ধে একই ধরনের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাদেরও আইনের আওতায় আনার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য টিআইবি দুদকের প্রতি আহ্বান জানায়।

অন্যদিকে নবম সংসদের শেষ অধিবেশনে পাস হওয়া দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধিত) আইন ২০১৩-এর ৩২(২) ও ৩২ক ধারা বাতিলের জোর দাবি জানিয়েছে দুর্নীতিবিরোধী এই আন্তর্জাতিক সংগঠন।

বিবৃতিতে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'প্রাক্তন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের ব্যাপক সম্পদ বৃদ্ধি যদি তাদের জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং সংবিধানের ২০(২) ধারা অনুযায়ী অসাংবিধানিক। ইতিপূর্বে দুদক এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণে কার্যত অনীহা প্রকাশ করলেও অতি সম্প্রতি এ বিষয়ে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা আশাব্যঞ্জক। তবে এক্ষেত্রে দুদককে সব ধরনের করুণা, ভয় বা প্রভাবের উর্ধ্বে উঠে উত্কৃষ্ট পেশাদারিত্ব প্রদর্শন করতে হবে। তাই শুধু এক্ষেত্রে দুদকের উদ্যোগ সাতজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে বরং অস্বাভাবিক সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এমন প্রত্যেককেই পর্যায়ক্রমে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় কোনো যৌক্তিকতা ও মাপকাঠি অনুসরণ করে কাউকে তদন্তের আওতাভুক্ত করা হয়েছে, আবার কোন যুক্তিতে অন্যদের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গৃহীত হবে না, তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।'

ড. জামান বলেন, 'নবম সংসদের শেষ অধিবেশনে পাসকৃত দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধিত) আইন ২০১৩-এর ৩২(২) ও ৩২ক ধারা বলে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অভিযোগের ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে দুদক কর্তৃক সরকারের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা বৈষম্যমূলক ও অসাংবিধানিক। দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই আমরা এ সংশোধনী বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি। কোনো বিশেষ শ্রেণীর নাগরিকের জন্য দুর্নীতির অপরাধের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতির নামে বিশেষ সুবিধা প্রদান যেমন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক তেমনি রাষ্ট্রীয় খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধের সরকারি অঙ্গীকারের ষড়যন্ত্রমূলক বরখেলাপের শামিল।'

তিনি আরও বলেন, 'মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অন্যায়ের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স প্রদর্শন এবং দুর্নীতিকে বরদাশত করা হবে না বলে ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রীর এ অবস্থান দুদকের জন্য প্রেরণামূলক। অন্যদিকে আমরা আশা করবো, সরকারি ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী মহল এ অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন যা দুদকের স্বাধীন ও কার্যকরভাবে কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করে।'

অস্বাভাবিক সম্পদ বৃদ্ধির তদন্ত সফলভাবে সম্পাদনের জন্য তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সমন্বয়ের আহ্বান জানান। তদন্তসাপেক্ষে দোষীদের বিচারের আওতায় আনতে ব্যর্থ হলে হলফনামার মাধ্যমে নির্বাচনের পূর্বে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীদের সম্পদের হিসাব প্রকাশের যে বিধান করা হয়েছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় সম্পদের তথ্য প্রকাশের যে সংস্কৃতি বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে তার বাস্তব সুফল পাওয়া যাবে না। বরং এরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ আহরণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, দুর্নীতির ব্যাপকতর বিস্তার হবে ও বিচারহীনতা বৃদ্ধি পাবে বলেও মনে করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর নির্বাচন কমিশনে প্রদত্ত হলফনামার তথ্য অনুযায়ী মন্ত্রী-সাংসদদের অনেকেই বিগত পাঁচ বছরে অস্বাভাবিক সম্পদের মালিক হওয়ার সংবাদে টিআইবি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৩ গণমাধ্যমে এক বিবৃতি পাঠিয়েছিল। একই সঙ্গে নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট হওয়ার দোহাই দিয়ে এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তেও টিআইবি গভীর হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক এ বিষয়ে অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দুদকের প্রতি জোরাল আহ্বান জানিয়েছিল টিআইবি।

পার্লামেন্ট স্কয়ারে সেইভ

সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক নাগরিক সংগঠন সেইভ বাংলাদেশের উদ্যোগে মঙ্গলবার বেলা ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বাংলাদেশে নিরীহ সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন ও তাদের ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দেয়াকে মানবতাবিরোধী বিভৎসতা উলেখ করে বলেছেন, রাষ্ট্রীয় মদদে ক্ষমতাসীন সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী নিরীহ হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে নিপীড়ন চালাচ্ছে সেটার জন্য একদিন তাদের বিচারের মুখোমুখী হতে হবে। বক্তারা বলেন বন্দুকের জোরে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামীলীগ প্রকাশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের বাড়ী-ঘর পুড়াচ্ছে, ভেঙ্গে দিয়ে সহায় সম্পদ লুটপাঠ করছে কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের আটক দূরে থাক, বরং প্রতিটি স্থানে সহযোগিতা করার পাশাপাশি এর দায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উপর চাপিয়ে দিয়ে চরম হয়রানী করছে। বক্তারা অবিলম্বে সংখ্যালঘু নির্যাতনের জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবী জানান।

বক্তারা ক্রসফায়ারের নামে বিচার বহিঃর্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধের দাবী জানিয়ে বলেন, ঘর থেকে জলজ্যান্ত মানুষ ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে ক্রসফায়ার বলে প্রচার করা হচ্ছে। যারা এর সাথে জড়িত এবং যারা এ জুলুমকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাদের সবাইকে বিচারের মুখোমুখী হতে হবে।

সেইভ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার আবু বকর মোলার পরিচালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান। প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন জমিয়তে উলামা ইউরোপের আমীর আলামা মুফতি শাহ ছদর উদ্দিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডসের সদস্য লর্ড কুরবান হোসাইন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক আইনজীবী টবি ক্যাডম্যান, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক এম এ মালেক, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আজমল মশুরুর, খেলাফত মজলিস ইউকের আমীর প্রফেসর আব্দুল কাদির সালেহ।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান, মাওলানা মাসুক আহমদ, মাওলানা আবুল হাসনাত চৌধুরী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আনোয়ার আলী, সোহেল আহমদ, মাওলানা সাইফুদ্দিন, ফেরদৌস হোসেন চৌধুরী প্রমুখ। প্রধান অতিথির বক্তবে বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ধর্মপ্রাণ। বাংলাদেশের কোন সাধারণ জনগণ, ধর্মীয় রাজনৈতিক দল ভিন্ন ধর্মের মানুষকে নির্যাতন দূরে থাক, নূন্যতম অসম্মানজনক কোন কথা বলে না। পাঁচ বছর রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা আওয়ামীলীগ দেশে যে চরম সন্ত্রাস, নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলো সেটা ঢাকতে অতীতের মতো সংখ্যালঘু নির্যাতনের ধোঁয়া তুলে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, যারা হিন্দু-বৌদ্ধ ভাইদের বাড়ীতে হামলা চালায় এরা আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসী। অসংখ্যবার হাতে নাতে ধরা পড়ার পরও আইনের কাছে তারা নিরাপরাধ। তিনি অবিলম্বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা বন্ধ এবং ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাদের প্রতি যদি এর পরও অবিচার হয়, তবে একদিন এর বিচার হবে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডসের সদস্য লর্ড কুরবান হোসাইন বলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। বাংলাদেশে সখালঘুদের উপর যেভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালানো হচ্ছে সেটা কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না। এ ধরনের ঘটনার পর রাষ্ট্রীয়ভাবে তদন্তের পরিবর্তে সরকারী দল বিরোধী দলকে দোষারূপ করে দায় এরাতে চাইছে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন যদি বলা হয়, তবে এটা কোন অবস্থাতেই চলতে পারে না। তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখালঘু এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উপর যেভাবে দমন-নিপীড়ন চলছে সেটার ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া পয়োজন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক আইনজীবী টবি ক্যাডম্যান বলেন, বালাদেশে আইনের শাসনের নামে ক্রসফায়ারে যেভাবে নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করা হচ্ছে সেটা ভয়াবহ। প্রতিদিন রাজনৈতিক কর্মীদের ধরে নিয়ে ক্রসফায়ারে দেয়া হচ্ছে। টবি ক্যাডম্যান এ ব্যাপারে বলেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন থাকবে কি না সন্দেহ রয়েছে। তিনি সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবী জানিয়ে বলেন, এদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সকলের দায়িত্ব।

প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন জমিয়তে উলামা ইউরোপের আমীর আলামা মুফতি শাহ ছদর উদ্দিন বলেন, আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় গেলেই সংখ্যালঘু নির্যাতন, জঙ্গীবাদ এবং তালেবানী রাষ্ট্রে শে-াগান শোনা যায়। অথচ হিন্দুদের জায়গা জমি দখল, ঘরবাড়ী ভাংচুর, জ্বালানো-পুড়ানোতে সব সময় আওয়ামীলীগের লোকেরাই ধরা খেয়েছে। সম্প্রতি যা ঘটেছে এর সাথেও জড়িত অনেকেই হাতে নাতে ধরা খেয়েছে যারা সরকারী দলের লোক। কিন্তু ক্ষমতার দ্বম্বে আওয়ামীলীগ এর দায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের উপর চালিয়ে দিচ্ছে। তিনি অবিলম্বে ক্রসফায়ারের নামে মানুষ খুন বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বলেন, না হয় একদিন কঠিন বিচারের মুখোমুখী হতে হবে।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক এম এ মালেক বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য নিরীহ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের উপর নির্যাতন চালিয়ে এর দ্বায় বিএনপি-জামায়াতের উপর চালিয়ে দিচ্ছে। তিনি অবিলম্বে এ নিপীড়ন বন্ধের দাবী জানিয়ে বলেন, যদি ক্রসফায়ারের নামে রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের হত্যাকান্ড বন্ধ না করা হয়, সংখ্যালঘুদের ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা হয়, তবে আজ যারা ক্ষমতায় রয়েছেন একদিন তাদের পরিণতি শুভকর হবে না।

খেলাফত মজলিস ইউকের আমীর প্রফেসর আব্দুল কাদির সালেহ বলেন, আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সংখ্যালঘু ট্রামকার্ড ব্যবহার করে দেশের মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। নিরীহ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে রাজনৈতিক নোংরা খেলায় মেতে উঠেছে। অবিলম্বে হামলা এবং ক্রসফায়ারের নামে গণহত্যা বন্ধ না হলে সরকারকে কঠিন মূল্য দিতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ব্যরিস্টার নজরুল ইসলাম সংখ্যালঘুদের উপর আওয়ামীলীগের হামলাকে শতাব্দীর ভয়ানক ঘৃণিত অত্যাচারের নমুনা উলেখ করে বলেন,...২০ পাতায়